

যৌবনে ইবাদতের ফযীলত

18-October-2018



সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজ্জতিমার
সূন্নাতে ভরা বয়ান
(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাহ্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أَلِيكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أَلِيكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

দরুদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:
 “اِنَّ اللّٰهَ وَكُلَّ بَقِيْرَتِيْ مَلَكًا” অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমার কবরে এমন একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করেছেন, اَعْطَاةُ السَّمْعِ الْخَلَائِقِ অর্থাৎ যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ সমূহ শুনান ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। فَلَائِقِيْ عَلَى اَحَدٍ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغْنِيْ بِاسْمِهِ وَاسْمِ اَبِيْهِ بِذَا ا অর্থাৎ সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরুদ পাক পড়ে, তবে সে (ফিরিশতা) আমাকে তার নাম এবং তার পিতার নাম পেশ করে থাকে। সে বলে: অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর এই মুহুর্তে দরুদ শরীফ পাঠ করেছে।” (মুসনাদে বাযযার, ৪র্থ খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪২৫)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়ত করে নিই। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “رِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

- (১) ভালো নিয়ত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
- (২) ভালো নিয়ত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ **تُؤْتُوا إِلَى اللَّهِ، أَذْكُرُ اللَّهُ!، صَلَّى عَلَى الْحَبِيب!** ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনির মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াত প্রসার করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজকের বয়ানের বিষয় বস্তু “যৌবনে ইবাদতের ফযীলত” সাধারণত যৌবনকালে নির্ভীকতা ও দুঃসাহসীকতা এবং ঐ সুন্দর মূহূর্তটার প্রতি মূল্যহীনতা বার্ষিক্যে আফসোসের কারণ হয়ে দাড়ায়। এই কারণে যতদিন যৌবন বাকী থাকে এবং সুস্থ নিরাপদে থাকে, তবে তার বেশি থেকে বেশি ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করা জরুরী।

ইবাদত পরায়ন যুবক

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “হিকায়াত আওর নসীহত” এর ৩২০ পৃষ্ঠায় উল্লোখ রয়েছে: এক বুয়ুর্গ **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: আমি এক যুবককে লোকদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে জংগলে একটি জায়গায় ইবাদতে মগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমি তাকে সালাম দিলাম, সে সালামের জবাব দিল। আমি তাকে বললাম: হে যুবক! তুমি এই নির্জন জায়গায় কেন? যেখানে তোমার কোন সাহায্যকারী ও বন্ধু নেই? সে বলল: কেন

থাকবেনা! আমার দয়ালু প্রতিপালকের শপথ! আমার সাহায্যকারীও রয়েছে, বন্ধুও রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার সাহায্যকারী ও বন্ধু কোথায়? সে উত্তর দিলো: তিনি তাঁর সম্মানের সাথে আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন, তাঁর ইল্ম ও হিকমতের দ্বারা আমার সাথে রয়েছেন, তিনি হিদায়াতের সাথে আমার সামনে এবং তাঁর নিয়ামত ও মহত্ব দ্বারা আমার ডানে-বামে আছেন। যখন আমি কথা গুলো শুনলাম তখন আরয় করলাম: আপনি কি আমাকে আপনার সংস্পর্শে থাকার অনুমতি দিবেন? তখন সে বলতে লাগল: আপনার সংস্পর্শ আমাকে ইবাদত থেকে অলস করে দিবে। আর আমি সেটা পছন্দ করি না। কেননা, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত জমিনের বাদশা আমার জন্য যথেষ্ট। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার কি এই নির্জন জায়গায় ভয় হয় না। সে আমাকে জবাব দিল: যার প্রিয় বন্ধু আল্লাহ্ তায়ালা, তার আবার ভয় কিসের! আমি জিজ্ঞাসা করলাম: খাবার কোথা থেকে আহ্বার করেন? উত্তর দিলো: যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন তিনি তাঁর দয়ায় মায়ের পেটের ভিতর আমাকে রিযিক দিয়েছিলেন। আর এখন যখন আমি বড় হয়ে গেছি, তবে তিনি কি আমাকে রিযিক দিবেন না? আমার জন্য তাঁর কাছে নির্ধারিত রিযিক রয়েছে এবং সেটার সময়ও লিখা রয়েছে। তার পর আমি তাকে দোয়া করার জন্য বললাম, তখন তিনি আমাকে এইভাবে দোয়া করলেন: “আল্লাহ্ তায়ালা আপনার চোখকে তার নাফরমানি থেকে রক্ষা করুক এবং আপনার অন্তরকে তাঁর ভয়ে ভরপুর করুক। আর আপনাকে ঐ লোকদের মত না বানাক, যারা তাঁর ইবাদত থেকে অলস হয়ে রয়েছে।” এর পর সে যখন যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেল, তখন আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: হে আমার ভাই! পরবর্তীতে কখন আবার আপনার সাথে দেখা হবে? তখন সে হেঁসে বলল: আজকের পর দুনিয়াতে আর কখনো দেখা হবে না। হ্যাঁ! কিয়ামতের দিন সমস্ত লোকেরা যখন একত্রিত হবে, তখন আপনি যদি আমার সাথে সাক্ষাত করতে চান তবে আল্লাহ্ তায়ালা সাথে দীদারকারীদের মধ্যেই খুঁজবেন। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার কী ভাবে এটা জানা হয়ে গেল? উত্তর দিলেন: তাঁর সম্মানের কসম! তার কারণেই জেনে গেলাম। কেননা, আমি আমার চোখকে হারাম কৃত বস্তু সমূহ থেকে এবং নিজের নফসকে কামনা ও বাসনা থেকে দূরে রেখেছি। অনেক রাত আমি তার ইবাদতের জন্য একাকীত্ব অবলম্বন

করেছি। আমি আশা করছি তিনি আমার উপর খুশি হবেন, এর পরিণামে তিনি আমাকে তাঁর দীদার করাবেন। তারপর ঐ যুবক অদৃশ্য হয়ে গেলে। এর পর থেকে তার সাথে আর কখনো সাক্ষাত হয়নি।^(১)

صَلُّوا عَلَى الْحَيِّبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বণিত ঘটনার মধ্যে ঐ যুবক যৌবন কালে দুনিয়ার রঙ্গিন ভোগ বিলাস ছেড়ে ইবাদত ও রিয়াযতের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে এবং শরীয়াতে হারাম কৃত বস্তু দেখা থেকে বিরত ছিল। আর একাকী ভাবে ঐ নির্জন জঙ্গলে বসবাস করতে কুণ্ঠিত হননি। এই ঘটনার মধ্যে বিশেষ করে ঐ সব যুবকদের জন্য শিক্ষা ও অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে। যারা নিজের যৌবনের নেশায় বেহুশ হয়ে নফস ও শয়তানের প্রতারণায় পড়ে গুনাহের মধ্যে ডুবে রয়েছে এবং আল্লাহ্ তায়ালার অসন্তুষ্টির শিকার হয়। তাদের উচিত, যৌবনের গুরুত্ব বুঝে ঐ মূল্যবান মুহূর্তটাকে অহেতুক নষ্ট না করে আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদতে অতিবাহিত করা। কেননা, জীবনে যৌবন নামক নেয়ামত শুধু একবারই অর্জিত হয়।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه বলেন: সুস্থতা, যৌবন, সম্পদশালীত্ব এবং জীবনকে নষ্ট করে দিওনা। এতে নেক আমল করে নাও, এই নেয়ামত সমূহ বারবার আসেনা। আরো বলেন: যৌবন খেল তামাশায় অতিবাহিত করে বৃদ্ধাবস্থায় যখন অঙ্গ সমূহ নিস্তেজ হয়ে যাবে, তখন অধিক ইবাদত করার ইচ্ছা করাটা বোকামী। যা আমল করার যৌবন কালেই করে নাও। কেননা, নেককার যুবকের অনেক বড় মর্যাদা রয়েছে।^(২)

রিয়াজত কে ইয়েহি দিন হে বুঢ়া পে মে কাহা হিন্মত,
জু কুছ করনা হো আব করলো, আভি নুরী জাওয়া তুম হো।
(সামানে বখশিশ, শাহজাদায়ে আ'লা হযরত মুফতী আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه)

(১) (আর রউযুল ফায়িক, আল মজলিসুল হাদী, ওয়াস সালাসোনা ফি মানাকিবুস সালাহিন, ১৬৬-১৬৭ পৃষ্ঠা)

(২) (মিরআতুল মানাজিহ, ৭/১৬ সংক্ষেপিত)

পাঁচটি প্রশ্ন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে যৌবন আল্লাহ্ তায়ালা প্রদত্ত নিয়ামত সমূহ থেকে এক বড় নেয়ামত, যেটার কোন মূল্য হয় না। একবার যদি চলে যায়, তবে শতকোটি টাকা খরচ করলেও তা অর্জন হয় না। যদি আমরা দুনিয়ার মধ্যে থেকে নিজের যৌবন আল্লাহ্ তায়ালায় আনুগত্য ও অনুসরণের মধ্যে অতিবাহিত করি, তবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** কিয়ামতের দিন অপদস্ত হওয়া ও অপমান থেকে বেঁচে যাবো। অন্যথায় এই নেয়ামতের গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে কঠিন শাস্তি ও পেরেশানিতে পড়তে হবে। কেননা, কিয়ামতের দিন যৌবনের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। যেমনিভাবে-

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসূলে আকরাম **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “কিয়ামতের দিন বান্দা ঐ সময় পর্যন্ত পা উঠাতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছ থেকে পাঁচটি জিনিসের ব্যাপারে প্রশ্ন করা না হবে।

(১) বয়স কোন কাজে ব্যয় করেছে? (২) যৌবন কোন কাজে অতিবাহিত করেছে?
(৩) সম্পদ কোথেকে অর্জন করেছে? (৪) কোথায় খরচ করেছে? (৫) এবং নিজের জ্ঞান অনুসারে কতটুকু আমল করেছে?”^(১)

যে সৌভাগ্যবান নিজের যৌবনের গুরুত্ব দিয়ে নফসের কামনা ও বাসনা থেকে মুখ ফিরিয়ে একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহ্ তায়ালায় সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দিন-রাত ইবাদতে অতিবাহিত করেছে। তবে সে দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ অর্জন করে নেয়। আসুন! এই ব্যাপারে হযুর পুরনূর **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর ৪টি বাণী শ্রবণ করি:

ইবাদত পরায়ন যুবকের মর্যাদা

(১) ইরশাদ হয়েছে: “নিজের যৌবনে ইবাদতকারী যুবক, বৃদ্ধ অবস্থায় ইবাদতকারী ব্যক্তির উপর এরূপ ফযীলত অর্জন রয়েছে যেমন রাসূলগণের **عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام** মর্যাদা সকল নবীদের উপর রয়েছে।”^(২)

(১) (তিরমিযী, কিতাব সিফাতুল কিয়ামাহ..... বাব ফিল কিয়ামাহ, ৪/১৮৮, হাদীস- ২৪২৪)

(২) (আত্ তারগীব কি ফযায়িলুল আমাল ওয়া সাওয়াব জালিশা, ৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২২৮)

৭২ জন সিদ্দিকীনের সাওয়াবের অধিকারী

(২) ইরশাদ হয়েছে: “যে যুবক দুনিয়ার স্বাদ এবং তার আরাম আয়েশকে ছেড়ে দিল এবং তার যৌবনের মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালায় আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হলো, তবে আল্লাহ্ তায়ালা ঐ সৌভাগ্যবানকে ৭২ জন সিদ্দিকীনের সমপরিমাণ সাওয়াব প্রদান করবেন।”^(১)

আল্লাহ্ তায়ালায় প্রকৃত বান্দা

(৩) ইরশাদ হয়েছে: “নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এ সুন্দর যুবককে সব চেয়ে বেশি পছন্দ করেন, যে তার যৌবন ও সৌন্দর্য্যকে আল্লাহ্ তায়ালায় ইবাদতের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা এই ধরণের বান্দার উপর ফিরিস্তাদের সামনে গর্ব করে ইরশাদ করেন: “এই হলো আমার প্রকৃত বান্দা।”^(২)

আল্লাহ্ তায়ালায় প্রিয় বান্দা

(৪) ইরশাদ হয়েছে: “নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালা ঐ যুবককে ভালবাসেন, যে তার যৌবনকে আল্লাহ্ তায়ালায় আনুগত্যে অতিবাহিত করে দিয়েছে।”^(৩)

মুহাব্বত মে আপনি গোমা ইয়া ইলাহী, না পায়োঁ মে আপনা পাতা ইয়া ইলাহী!
তো আপনি বিলায়াত কি খয়রাত দে দে, মেরে গাউছ কা ওয়াসেতা ইয়া ইলাহী!

(ওসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! যৌবন মূল্যায়নকারীদের উপর আল্লাহ্ তায়ালায় কেমন দয়া হয়। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এই জন্য যুবকদের প্রতি আবেদন যদি বৃদ্ধকালে প্রশান্তিময় জীবন

(১) (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল শাওয়ায়েজ ওয়ার রিকাব্য শেখ, আল ফসলুল আওয়াল, আত্ তারগীবুল আহাদী মিনাল আকওয়ান, ৮, ১৫/৩৩২, হাদীস- ৪৩০৯৯)

(২) (কানযুল উম্মাল, আল ফসলুল আউয়াল, কিতাবুল মাওয়ায়েজ ওয়ার রিকাব্য ওয়াল খিতব ওয়াল হিকম, আত্ তারগীবুল আবাদী মিনাল আকওয়াল, ৮, ১৫/৩৩২, হাদীস- ৪২০৯৬)

(৩) (হিলইয়াতুল আউলিয়া, আব্দুল মালিক বিন ওমর বিন আব্দুল আযিয, ৫/৩৯৪, হাদীস- ৭৪৯৬)

অতিবাহিত করার ইচ্ছা হয়, তবে যৌবনের নেয়ামতকে গনীমত জেনে এই ধ্বংসাত্মক দুনিয়ার পিছনে দৌড়াঁনোর পরিবর্তে নিজের নফসকে ইবাদত ও রিয়াযতের দিকে ধাবিত করার চেষ্টা করুন, যদিও তা খুবই কষ্টসাধ্য হয়। কেননা, যৌবনকালে অনেক বেশি আশা ও আকাংখা থাকে। কিন্তু আমরা অন্যান্য কার্যাবলির পাশাপাশি হুযুর আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসূলে মুহতামাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অনুসরণ করি, তাঁর ইবাদত রিয়াযতে সাজানো পবিত্র জীবন অনুসারে আমল করি, তবে إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ আমাদের জীবনের মধ্যে মাদানী বাহার আসবে।

প্রিয় আকা ﷺ এর ইবাদতের প্রতি আগ্রহ

হযরত সাযিয়্যুনা আতা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি এবং আমার সাথে হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا এবং সাযিয়্যুনা ওবাইদ বিন আমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাযিয়্যাদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর মহান দরবারে উপস্থিত হলাম। হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا আরয করলেন: আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ব্যাপারে কোন আশ্চর্যজনক কথা শুনান। তখন তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا কেঁদে দিলেন এবং বললেন: এক রাতে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমার নিকট তাশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন: আমাকে অনুমতি দাও যে, আমি আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। আমি আরয করলাম: আমি আমার চাহিদার পরিবর্তে আপনার প্রতিপালকের নিকটবর্তী হওয়া অধিক পছন্দ করি। অতঃপর হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর ভালভাবে অযু করে কুরআনুল করীম তিলাওয়াত করা শুরু করলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার পুনরায় কাঁদতে লাগলেন। এমনকি হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ এর চক্ষু মোবারক থেকে বের হওয়া অশ্রু মোবারক জমিনে গড়িয়ে পড়ল। এতটুকুতে মুয়াজ্জিনে রাসূল হযরত সাযিয়্যুনা বিলাল হাবশী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ উপস্থিত হন। তখন হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে কাঁদতে দেখে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমার মা বাবা আপনার জন্য কোরবান। কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাচ্ছে? অথচ আপনার সদকায় আল্লাহ তায়ালা আপনার আগে ও পরের

সকলের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হবো না?”^(১)

রোতাহে জু রাতো কো উম্মত কি মুহাব্বত মে, ওয়ো শাফেয়ী মাহশর হে সরদারে মদীনা কা।
রাতো কো জু রাতো হে আউর খাক পে ছোতা হে, গম খাওয়ারহে সাদাহ হে মোখতার মদীনে কা।
কবজে মে দো'আলম হে পার হাত কা তাকিয়্যা হে, ছোতা হে ছাটায়ি পার সরদারে মদীনে কা।

(ওয়সায়িলে বখশিশ, ১৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা গুনলেন তো! আমাদের প্রিয় আক্কা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নিষ্পাপ, বরং নিষ্পাপদের সরদার ও ইবাদতকারীদের সরদার হওয়া সত্ত্বেও কি পরিমাণ কান্না করে আল্লাহ্ তায়ালা ইবাদত করতেন। অথচ হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শান মর্যাদা এত উত্তম ও উচু যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আল্লাহ্ তায়ালা অনুমতিক্রমে তাঁর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ ইচ্ছানুসারে কিয়ামতের দিন ক্ষমার প্রত্যাশাহীন গুনাহ্গারদের শাফায়াত করবেন। তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী হচ্ছে: “কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম আমি (মাযার শরীফ থেকে) বাইরে বের হয়ে আসবো, যখন লোকেরা সমবেত হয়ে আসবে, তখন আমিই তাদের পথ প্রদর্শক হবো। যখন তারা কিয়ামতের ভয়াবহতায় নিশ্চুপ হয়ে যাবে, তখন আমিই তাদের খতীব তথা খুতবা পাঠকারী হবো। যখন তারা বাধা প্রাপ্ত হবে, তখন আমিই তাদের সুপারিশকারী হবো। যখন তারা নিরাশ হয়ে যাবে, তখন আমিই তাদের সুসংবাদ প্রদানকারী হবো। বুয়ুগী ও আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত ধন ভাণ্ডারের চাবি ঐ দিন আমারই হাতেই থাকবে এবং আদম সন্তানের মধ্যে আমিই আল্লাহ্ তায়ালা কাছে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান হবো। আমার চারপাশে এক হাজার সেবক থাকবে।”^(২)

سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! উৎসর্গ হয়ে যান! ইহকাল ও পরকালের সর্দার, আল্লাহ্ হুকুমে মালিক ও মোখতার হওয়া সত্ত্বেও হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ইবাদতের আত্ম হ্রাস এমনি ছিল যে, অতিরিক্ত ইবাদতের কারণে তাঁর পা মোবারকে ফোলায় চিহ্ন দেখা

(১) (দুররাহুননাসেহীন, আর মজলিসু খামেস ওয়াস সিদ্দিক কি বয়ানে বকা,, ২৫৩-২৫৪ পৃষ্ঠা)

(২) (দারেমি, বাবু মা আতাল্লাবী মিনাল ফদল, ১/৩৯, হাদীস- ৪৭)

যেত এবং হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ উম্মতের গুনাহকে ক্ষমা করার জন্য কান্নাকাটি করতেন। এতে বিশেষ করে ঐ সব যুবকদের জন্য নসীহতের মাদানী ফুল রয়েছে, যাদের মন ইবাদতের প্রতি ধাবিত হয় না এবং সে সারা রাত অপ্রয়োজনে নষ্ট করে দেয়, সুতরাং তাদের খেদমতে আরয হলো যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ উম্মতের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অশ্রু কথা স্মরণ করুন। দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য আল্লাহ তায়ালা হুকুম আহকাম সমূহ পালন করুন। নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাত সমূহের অনুসরণ এবং পরকালের নেয়ামত পাওয়ার আশায় অনেক বেশি নেকী অর্জন করুন।

যৌবনকে বৃদ্ধ কালের আগে গনীমত মনে করুন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! স্মরণ রাখবেন! যৌবন কালে ইবাদত করার সৌভাগ্য হওয়া কোন বড় নেয়ামতের চেয়ে কম নয়। কেননা, যৌবনের প্রান্তে পা রাখতেই মানুষ শয়তানের ভয়ানক চালে, নফসের নাজায়িয় কামনা, খারাপ বন্ধুদের সঙ্গ, দুনিয়ার ভবিষ্যত সর্বোত্তম করার চিন্তা এবং ধ্বংসযজ্ঞ দুনিয়া রঙ্গিন গহ্বরে সম্পদ উপার্জনের নাজায়িয় পদ্ধতির কারণে গুনাহের অন্ধকারে এদিক সেদিক ঘুরতে থাকে। আর ইবাদত ও রিয়াজতের প্রতি ধাবিত হতে পারে না। স্মরণ রাখবেন! আমাদেরকে খুব অল্প সময়ের জন্য দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে, আর এই অল্প সময়ের মধ্যে কবর ও হাশরের দীর্ঘ সময়ের কার্যাবলীর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এই জন্য বুদ্ধিমত্তা হবে এই সংক্ষিপ্ত সময়কে গনীমত জেনে কবর ও হাশরের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত থাকা এবং নিজের মূল্যবান সময়কে অহেতুক কাজে নষ্ট না করা। কেননা, জানা নেই, আগামী মুহুর্তে সে বেঁচে থাকবে নাকি মৃত্যু তাকে সুদীর্ঘ কালের গভীর নিদ্রায় পাঠিয়ে দেয়। এ কারণে যৌবন ও জীবনকে গনীমত জেনে নেকীর কাজে ব্যস্ত হয়ে যান।

হাদীসে পাকের মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে: “পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে গনীমত মনে করো। বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে যৌবন কে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে,

ধনাঢ্যতাকে দারিদ্রতার পূর্বে, সুখকে দুঃখের পূর্বে, জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।”^(১) যদি আমরা আমাদের যৌবনকে অলসতায় কাটিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে কবর ও হাশরের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে এর বরকতে না শুধু আমাদের দুনিয়া উত্তম হবে বরং কবরের মধ্যেও আল্লাহ্ তায়ালার দয়া মুম্বলধারে বর্ষিত হবে **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**। আসুন! এই ব্যাপারে একটি চমৎকার ঘটনা শ্রবণ করি:

দুইটি জান্নাতের সুসংবাদ

আমীরুল মু’মিনীন হযরত সায্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** এর সময়কালে এক নেককার যুবক মসজিদে ইবাদতে ব্যস্ত ছিলেন। যখন তার ইন্তেকাল হয়ে গেল, তখন রাতের মধ্যেই তার গোসল কাফন দাফনের ব্যবস্থা করার পর যখন সকালে আমীরুল মু’মিনীন হযরত সায্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** কে এই ঘটনার ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হলো, তখন তিনি **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** তার বাবার সাথে ঐ নেককার সন্তানের ইন্তেকালের সমবেদনা জানানোর জন্য সেখানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সমবেদনা জানানোর পর তিনি **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** বললেন: তুমি আমাকে কেন খবর দাওনি, যে আমি তার জানাযা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতাম। সে বলল: হে আমীরুল মু’মিনীন **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ**! রাত খুব বেশি হয়ে গিয়েছিল এবং আপনার বিশ্রামের কথা চিন্তা করে আপনাকে জানানোটা ভাল মনে করেনি। তখন আমীরুল মু’মিনীন হযরত সায্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** বললেন: আমাকে এই নেককার যুবকের কবরে নিয়ে চলো। অতঃপর আমীরুল মু’মিনীন হযরত সায্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** এবং তাঁর সঙ্গীদের ঐ যুবকের পাশে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন তিনি **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** ডাক দিলেন: হে অমুক! আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ

رَبِّهِ جَنَّتِنِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যে ব্যক্তি আপন প্রতি পালক সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে। তার জন্য দুটি জান্নাত রয়েছে।

(পারা: ২৭, সূরা: আব্বুরহমান, আয়াত: ৪৬)

^(১) (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল রিকাক, আল ফসলুল সানি, ২/২৪৫, হাদীস- ৫১৭৪)

ঐ নেককার যুবক কবর থেকে দুবার উত্তর দিল: “হে আমীরুল মু’মিনীন! আমার প্রতিপালক আমাকে দুটি জান্নাত দান করেছেন।^(১)”

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনারা শুনলেন তো! এই যুবক তার পুরো জীবনটা গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে নেকীর মধ্যে অতিবাহিত করেন। আর তা মৃত্যুর পর তাঁর এই ইবাদত তার ক্ষমার মাধ্যম হয় এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ নেয়ামত ও সৌভাগ্য হয়। স্মরণ রাখবেন! এই সুন্দর যৌবন ক্ষণস্থায়ী, আর এর দ্বারা অহংকার করা নিছক বোকামী।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সুস্থতা ও যৌবনের ধোঁকায় পড়ে এবং দিন-রাত গুনাহের মধ্যে না কাটিয়ে একনিষ্ঠতা ও স্থায়িত্বের সাথে ইবাদতের স্বাদ ও তিলাওয়াতের অভ্যাস বানিয়ে নিন। এরূপ পরিস্থিতিতে যদি বৃদ্ধকাল এসে যায় এবং ইবাদতের ভালবাসাও অবশিষ্ট থাকে। তবে সুস্থতা ও সাহস না হওয়া সত্ত্বেও ان شاء الله عَزَّوَجَلَّ এই অপরাগ দুনিয়ার মধ্যেও যৌবনের ইবাদতের মতই সাওয়াব পেতে থাকবে। যেমনিভাবে-

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: যখন বান্দা ইসলামের মধ্যে নেকী করা অবস্থায় বয়সের এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যে তার কোন বস্তুর ব্যাপারে প্রথম থেকেই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কারণ বশতঃ তা মনে থাকে না। তখন আল্লাহ্ তায়ালা তার আমল নামায় ঐ নেকীও লিখে দেন, যেটা সে তার সুস্থ অবস্থায় করতো।^(২) হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: যে বৃদ্ধ লোক বয়সের কারণে অধিক ইবাদত করতে পারে না। কিন্তু যৌবন কালে খুব ইবাদত করতো, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাকে অক্ষম সাব্যস্ত করে তার আমল নামায় ঐ যৌবন কালের ইবাদত লিখে দেন।^(৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(১) তারিখে ইবনে আসাকির, আমর বিন জামে বিন আমর বিন মুহাম্মাদ বিন হারব ৪৫/৪৫০ নম্বর- ৫৩২০)

(২) মুসনদে আবি ইয়ালা, মসনদে আনাস বিন মালিক, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুর রহমান আল আনসারী ৩/২৯৩, হাদীস- ৩৬৬৬)

(৩) মিরআতুল মানাজ্জিহ, ৭/৮৯)

৮টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো “মাদানী ইনআমাত”

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যৌবনে ইবাদতের আগ্রহ বৃদ্ধি করতে এবং নফস শয়তানের চাল থেকে সাবধান থাকার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ৮টি মাদানী কাজে অংশগ্রহন করুন, ৮টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে “মাদানী ইনআমাত” এর উপর আমল করা, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর প্রদত্ত ৬৩টি মাদানী ইনআমাত নেককার হওয়া এবং নিজের আমলের পরিসংখ্যানের জন্য উত্তম উপায়। আর নিজের আমলের পরিসংখ্যান করা সম্পর্কে হযরত সাযিয়দুনা ওমর ফারুক **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** বলেন: “নিজের আমলের পরিসংখ্যান করো, এর পূর্বে যে, তোমাদের হিসাব নেয়া হবে এবং ওজন করার পূর্বেই নিজের আমলের ওজন করে নাও আর অনেক বড় উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।” (ফয়যানে ইহইয়াউল উলুম, ৭৯ পৃষ্ঠা) সুতরাং সময় নির্দিষ্ট করে প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করুন (অর্থাৎ মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আজ কতটুকু আমল হয়েছে) রিসালায় প্রদত্ত ছক পূরণ করে প্রতি মাদানী মাসের প্রথম তারিখে আপনার যিম্মাদার ইসলামী বোনকে জমা করিয়ে দিন, তাছাড়া মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত “জান্নাত কে তলবগারৌ কে লিয়ে মাদানী গুলদস্তা” কিতাবটির মাধ্যমে ইসলামী বোনদেরও “মাদানী ইনআমাত” এর উপর আমল করার উৎসাহ প্রদান করুন। প্রত্যেক ইসলামী বোন ইনফিরাদী কৌশিশ করার “মাদানী ইনআম” এর উপর আমল করে প্রতি মাসে মাদানী ইনআমাতের কমপক্ষে ২৬টি রিসালা বন্টন করে পরের মাসে সংগ্রহও করার চেষ্টা করুন। লক্ষ্য প্রতি যেলী হালকায় কমপক্ষে ১২টি রিসালা।

✽ **الْحَمْدُ لِلَّهِ وَعَزَّ وَجَلَّ** মাদানী ইনআমাত আমলের প্রেরণা বৃদ্ধি করতে এবং গুনাহের পিছু ছাড়ার উত্তম উপায় ✽ মাদানী ইনআমাতের উপর আমলকারীর প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাত, দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** খুবই খুশি হন এবং তাকে দোয়া দ্বারা ধন্য করেন ✽ মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের বরকতে খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফার অশেষ দৌলত নসীব হয় ✽ মাদানী ইনআমাতের এই মহান উপহার পূর্ববর্তী বুয়ুর্গদের **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ** স্মরণ করিয়ে দেয় ✽ মাদানী ইনআমাত

বুয়ুর্গানে দ্বীনদের رَحْمَهُمُ اللهُ التَّوْبِينِ পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে ফিকরে মদীনা অর্থাৎ নিজের আমলের পরিসংখ্যান করার উত্তম উপায়। উৎসাহ গ্রহনার্থে একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি।

নামায সমূহ নিয়মিত আদায় করার সামর্থ্য নসীব হলো:

বাবুল মদীনার (করাচীর) এলাকা পুরাতন গুলিমার ডিভিশন ফয়যে মুর্শিদ এর এলাকার ইসলামী বোন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণ কিছুটা এরকম যে, এক ইসলামী বোন ইনফিরাদী কৌশিশ করতে গিয়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের লিখিত রিসালা “নেককার হওয়ার উপায়” অর্থাৎ মাদানী ইনআমাতের রিসালা তাকে উপহার দিলো এবং তা পড়ার ও প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার মনমানসিকতা প্রদান করলেন। সে নিয়ত করে নিলো যে, প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা অবশ্যই পূরণ করবে। যখন ঐ নতুন ইসলামী বোন মাদানী ইনআমাতের রিসালায় উল্লেখিত প্রশ্ন সমূহ পড়তে লাগলো, তখন তার আশ্চর্যের সীমা রইলো না। কেননা, এতে এমন এমন নেকী সমূহের উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, যা হতে সে সম্পূর্ণ অসল ছিল। এরপর الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ সে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করাকে নিজের জীবনের অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে, যার বরকতে তার নামায সমূহ নিয়মিত আদায় করার সামর্থ্য নসীব হলো। নেকী সমূহের প্রতি মুহাব্বত বৃদ্ধি হলো এবং গুনাহ হতে বাঁচার মনমানসিকতা তৈরী হলো। الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ এখন সে দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগার পদ মর্যাদা দ্বারা মাদানী কাজের ও সাফল্যের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আল্লাহ পাক আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর উপর আপন বিশেষ রহমত বর্ষণ করুক এবং দা'ওয়াতে ইসলামীকে দিন দিন উন্নতি দান করুক। أُوَيْبِنَا بِجَاوِ التَّوْبَةِ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (আনুকী কামায়ী, ২৭ পৃষ্ঠা)

যদি আপনারাও দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের মাধ্যমে কোন মাদানী বাহার বা বরকত মিলে যায়, তাহলে অবশেষে মাদানী বাহার অফিসে জমা করিয়ে দিন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ইবাদতের বরকতে বৃদ্ধকালেও যুবক

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা যয়নুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে রজব হাম্বলী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যৌবন কালে ইবাদত করার ব্যাপারে অনেক সুন্দর কথা বলেছেন: যে (ব্যক্তি) আল্লাহু তায়ালাকে ঐ সময় পর্যন্ত স্মরণ রাখে, যখন সে যুবক ও সুস্থ ছিল। আল্লাহু তায়ালা তাকে ঐ সময় স্মরণে রাখবেন যখন সে বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে যাবে এবং বৃদ্ধাবস্থায় তাকে উত্তম শ্রবনশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং স্মরণশক্তি দান করবেন। হযরত সায়্যিদুনা আবুত্ তৈয়ব তিবরী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ একশত বছরেরও বেশি বয়স পেয়েছেন। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ স্মরণশক্তি ও শারীরিক গঠন ও সুস্থ সবল ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর কাছে কেউ সুস্থতার গোপন রহস্য জিজ্ঞাসা করেন। তখন বলেন: আমি যৌবন কালে আমার শারীরিক শক্তিকে গুনাহু থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। আর আজ যখন আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি তখন আল্লাহু তায়ালা তা আমার জন্য বহাল রেখেছেন। এর বিপরীতে সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এক বৃদ্ধ লোককে দেখলে, যে ভিক্ষা করছে। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: ঐ ব্যক্তি যৌবনকালে আল্লাহু তায়ালা হক নষ্ট করেছে এবং আল্লাহু তায়ালা তাকে বৃদ্ধ কালে তার শক্তি বিনষ্ট করে দিয়েছেন।^(১)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহু তায়ালা নেক বান্দারা তাদের যৌবনের বাগানকে ইবাদত ও রিয়াযতের পানি দ্বারা সিক্ত করেছেন এবং গুনাহু থেকে বেঁচে থাকতেন, তখন আল্লাহু তায়ালা বৃদ্ধকালেও তাদের উপরে যৌবনের শক্তি অবশিষ্ট রাখেন। কিন্তু আফসোস! আমাদের যুবকরা ইবাদত ও তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকার পরিবর্তে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, সোস্যাল মিডিয়া (Social Media) এবং টিভির খারাপ ব্যবহারের কারণে তাদের মূল্যবান সময় গুরুত্বহীন ও মূল্যহীনভাবে নষ্ট করতে চোখে পড়ে। মোবাইল ফোন নতুন টেকনোলজির একটি অংশ প্রয়োজনীয়তা ও যোগাযোগের একটি বড় মাধ্যম, যা আমাদের জন্য উপকারী। সেখানে অথচ এটার ভুল ব্যবহার কারণে অনেক ক্ষতির

(১) (মজমুয়া রসায়িলে ইবনে রজব, ৩/১০০ সংক্ষেপিত)

কারণ হয়। আমাদের স্কুল কলেজের ছাত্র- ছাত্রীরা যাদেরকে আমরা ভবিষ্যতের কর্ণধার বলি। তারা এই বিপদের স্বীকার, কেউ গেইমসের পাগল, আবার কেউ সিনেমার গানের পাগল, কারো মেমোরিকার্ড লঙ্কাহীন ভিডিওতে ভরপুর। আবার কেউ নাইট প্যাকেজে গিয়ে সারা রাত অনর্থক অশ্লীল কথাবার্তায় অতিবাহিত করে। এমনি ভাবে ইন্টার নেটের দূর দর্শিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী আবিষ্কার। এর মাধ্যমে দ্বীনি ও দুনিয়াবী অসংখ্য উপকার হয়। কিন্তু এর মাধ্যমেও যুবকদের অনেক মন্দ জিনিস ব্যাপক হতে চলছে। ইন্টারনেট চুরির মত, যেটার ভাল-মন্দ উভয় ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু আফসোস! আমাদের সমাজে ইন্টারনেটের খারাপ ব্যবহার বেশি। ইন্টারনেটে থাকে বিচিত্র সূচীপত্র এবং কাহিনী, খারাপ ছবি এবং নফসের কামনা বাসনাকে চরিতার্থ করার অশ্লীল সিনেমা-নাটক সমূহ যুবকদের চরিত্র, কার্যকলাপ ও অভ্যাসকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। পুরো রাত ইন্টারনেটে নির্দয় ভাবে নিজের টাকা ও মূল্যবান সময় নষ্ট করা, মিথ্যা বলা, লোকদের ধোঁকা দেওয়া, ব্লাক মেইল করার মত খারাপ কাজ আমাদের সমাজে যুবকদের মাঝে খুব দ্রুত ব্যাপক হতে চলছে। প্রথমে তো ইন্টারনেটের ব্যবহার শুধুমাত্র কম্পিউটারেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন এই সুযোগটা মোবাইলে চলে এসেছে, যা ছোট বয়সের বাচ্চাও এই মহামারির স্বীকার হয়ে তার ভবিষ্যতকে নষ্ট করছে। এই রোগে আক্রান্ত যুবক, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান পাওয়া ছেড়ে চরিত্র নষ্ট করে সমাজের মধ্যে অপদস্তের স্বীকার হওয়া চোখে পড়ছে। আল্লাহ্ তায়ালার ওয়াস্তে অলসতা ছেড়ে আপনার সংশোধনের পাশাপাশি আপনার সন্তানের সংশোধনের মন মানসিকতা তৈরী করুন। যদি আমাদের বাচ্চাদের এই নতুন টেকনোলজীর প্রতি পরিচয় করতে হয়, তবে এর সঠিক ব্যবহার শিখান এবং তাকে পর্যবেক্ষণও করুন। ইন্টারনেটের উপকার অর্জন করতে গিয়ে নিজের ও নিজের সন্তানদের মূল্যবান সময় সঠিক জায়গায় ব্যবহার করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট www.dawateislami.net ভিজিট করুন। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** এই ওয়েব সাইটে কুরআন পাকের অনুবাদ কানযুল ঈমান এবং তাফসীর ছাড়াও হাদীস ও উসূলে হাদীস, ফিকাহ্ ও উসূলে ফিকাহ্, সিরাত ও তাসাউফ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বাংলা, উর্দু, ইংরেজী, আরবী, হিন্দি, গুজরাটি এবং দুনিয়ার বিভিন্ন

ভাষার না শুধু অনলাইনে পড়া যায় বরং ডাউন লোড ও প্রিন্ট আউট করা ও যায়। এ ছাড়াও শায়খে তরীকত আমীরে আহ্লে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ** এর প্রদত্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত মাদানী মুযাকারা, নিগরানে শূরা ও দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাঞ্জিগের সুন্নাতে ভরা বয়ান, হামদ, নাত, মানকাবাত এবং সংশোধনী শর্ট ক্লিপস (Short clips) ও রয়েছে, যেখানে আপনি ডাউন লোড (Downlod) করে ফেইসবুক (Facebook) বা হোয়াটসআফ (Whatsapp) এর সঠিক ব্যবহার করে অন্যান্য ইসলামী ভাইদের শেয়ারও (Share) করতে পারবেন। শরয়ী মাসায়েল জানার জন্য অনলাইন দারুল ইফতা এবং দুঃখী মানুষদের সহানুভূতি প্রদর্শন ও রুহানী চিকিৎসার জন্য তাবীজাতে আত্তারীয়্যা অনলাইনে কাট এবং ইস্তেখারাও করতে পারবেন। এছাড়াও দা'ওয়াতে ইসলামীর কিছু বিভাগের পরিচিতি রয়েছে, কমপক্ষে ১০৪টি থেকে বেশি বিভাগ এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর অন্যান্য অনেক মাদানী কাজের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগীতার পরিপূর্ণ পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে আপনার ওয়াজিব সদকা ও নফল সদকার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এমন সফটওয়্যারের মাধ্যমে মদীনা লাইব্রেরী রয়েছে, যেটা কম্পিউটারে ইন্সটল (Install) করে সার্চজিং অপসনে (Searching Option) এর সাহায্য দুইশতেরও অধিক কিতাব ও রিসালা থেকে উপকার পাবেন। এমনকি নামাযের সময় নির্ধারণের সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ ও শহরের মধ্যে ইফতার ও নামাযের সময় সূচী জানা যায়। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে নতুন যুগে নব সৃষ্টির সঠিক ব্যবহার করার তাওফিক দান করুক এবং এগুলোর খারাপ ব্যবহার করার মাধ্যমে গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুক। **أَمِينَ بِجَاوَالِنَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নেকীর প্রতি মন বসানোর চেষ্টা করুন এবং কোন গুনাহকে ছোট মনে করে কখনো করবেন না। কেননা, একটি গুনাহ অনেক গুনাহের সংমিশ্রণ। অর্থাৎ আরও দশটি গুনাহ সাথে নিয়ে আসে।

গুনাহের ১০টি ক্ষতি

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সাযিয়্যুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: গুনাহ্ তা যদি একটি ও হয় সেটা দশটি মন্দ স্বভাব নিয়ে আসে (১) যখন বান্দা গুনাহ্ করে থাকে, তবে আল্লাহ্ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন। এমনকি তিনি ঐ বান্দার উপর গজব দেওয়ার শক্তি রাখেন (২) সে অর্থাৎ গুনাহ্কারী অভিশপ্ত শয়তানকে খুশী করে থাকে (৩) জান্নাত থেকে দূরে চলে যায় (৪) জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়ে যায় (৫) সে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু অর্থাৎ নিজের প্রাণকে কষ্ট দেয় (৬) সে তার অন্তরকে অপবিত্র করে ফেলে, যদিও সেটা পবিত্র থাকে (৭) সে আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেস্টাদের কষ্ট দিয়ে থাকে (৮) সে নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে তার রওজা মোবারকে ব্যথীত করে থাকে (৯) আসমান এবং জমিনে ও সমস্ত সৃষ্টিকে তার নাফরমানির উপর স্বাক্ষী বানিয়ে রাখে (১০) সে সকল মানুষের খিয়ানত এবং আল্লাহ্ তায়ালায় নাফরমানি করে।^(১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! গুনাহ্ সেটা যদিওবা সংখ্যায় একটি ও হয়, কিন্তু তার কারণে মানুষ দশটি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই জন্য যদি শরীয়াতে কোন কারণ বশত গুনাহ্ সংগঠিত হয়ে যায়, তবে তাড়াতাড়ি আল্লাহ্ তায়ালায় দরবারে সত্যিকার তাওবা করে নিন। আফসোস! শত আফসোস! কিছু মূর্খ যৌবনের নেশায় এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধোঁকায় সম্পৃক্ত হয়ে সুদীর্ঘ আশা করে থাকে। অলসতার চাদর পরে শরীয়াতের আহকামকে পিছনে ফেলে তাওবার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ভাবে ফাঁকি দিয়ে নিজেকে এইভাবেই শান্তনা দিয়ে থাকে যে, এখনো তো খেলাধুলার সময়। অমুককে দেখ তার তো অনেক বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো বেঁচে আছে, আমি তো এখনো সুস্থ ও যুবক। এইভাবে মিথ্যা ও ক্ষণস্থায়ী আশা ভরসায় জীবিত থাকে। তারপর যেমন তেমন ভাবে যৌবন নিঃশেষ হতে শুরু করে। আর বৃদ্ধ কালে নিজের ভিতকে মজবুত করতে চলে যায়। তারপর গিয়ে এমন হুশে আসে, এখন তো আমাকে তাওবা করে নিজের গুনাহ্ থেকে বাঁচা এবং আল্লাহ্ তায়ালায় ইবাদত বেশি করার দৃঢ় সংকল্প করা উচিত। তার পর যদিও অনেক সময়

(১) (বাহরুদ দুমুয়, আল ফছলুস সানি, আওয়াকেবুল মা'ছিয়া, ৩০-৩১ পৃষ্ঠা)

সাহস করে নেকী করতে সফল হয়ে যায়। কিন্তু যৌবনের ব্যবহারকে স্মরণ করে খুব অন্তর জ্বলে এবং অশ্রু প্রবাহিত করে। আহ! আমি যদি আমার যৌবনকে ইবাদত ও রিয়াযতের মধ্যে কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু আহ! যৌবন কোথায় অতিবাহিত হয়ে গেল। সবার মত অতিবাহিত হয়ে গেল, আর এখন তো কখনো পুনরায় ফিরে আসবে না।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মাদানী ইন্আমাত মজলিশ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! الدَّاعِيَةُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামী সারা দুনিয়ার মুসলমানদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে এবং নেকীর পথে চালানোর জন্য ব্যস্ত থাকে। এই মাদানী কাজকে আরো বৃদ্ধির জন্য কমপক্ষে ১০৪টি বিভাগ (Departments) নেকীর দাওয়াতকে ব্যাপক করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই বিভাগ সমূহের মধ্যে হতে একটি হলো “মাদানী ইন্আমাত মজলিশ”। এই মজলিশের মূল উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন, জামেয়াতুল মদীনা ও মাদ্রাসাতুল মদীনার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আমলদার বানানো এবং তাদেরকে মাদানী ইন্আমাতের উপর আমল করার উৎসাহ প্রদান করা। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুনাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ালী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ বলেন: হায়! অন্যান্য ফরয সমূহ ও সুনাত সমূহের অনুসরণের সাথে সাথে সমস্ত ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন এই মাদানী ইন্আমাতকেও নিজের জীবনের আমলের অভ্যাঙ্গে পরিণত করতো এবং সকল যিম্মাদার দা'ওয়াতে ইসলামীর আপন হালকায় এই মাদানী ইন্আমাতের আমল ব্যাপক করত, তাতে প্রত্যেক মুসলমান নিজের কবর ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য তাদের একনিষ্ঠতার সাথে আপন আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা জান্নাতুল ফিরদৌসে আপন প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশি হওয়ার মহান পুরস্কার লাভ করতে পারতাম। আসুন! আমরা সবাই নিয়ত করে নিই যে, না শুধু নিজেই মাদানী ইন্আমাতের উপর আমল করার চেষ্টা করব বরং অপরজনকেও এর উপর আমল করার উৎসাহ প্রদান করব। إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান সেই, যে জীবনকে গনীমত জেনে গুনাহ্ থেকে তাওবা করে নেয় এবং নিজের বাকী জীবনে অধিকতর চেয়ে অধিক ইবাদতের মধ্যে কাটিয়ে দেয়। বিশেষ করে যুবকদের তাওবা করার ব্যাপারে কখনো দেরী করা উচিত নয়। কেননা, আল্লাহ পাক যুবকদের তাওবা করা খুবই পছন্দ করেন। যেমনিভাবে- প্রিয় নবী, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الشَّابَّ التَّائِبَ” অর্থাৎ যৌবনে তাওবাকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তায়ালা ভালবাসেন।^(১) অন্য আর এক জায়গায় ইরশাদ করেন: “مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الشَّابِّ التَّائِبِ” অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা কাছে যৌবনে তাওবাকারী ব্যক্তির চেয়ে অধিক পছন্দনীয় আর কেউ নেই।^(২)

যুবকদের সংশোধনের ক্ষেত্রে দা'ওয়াতে ইসলামীর ভূমিকা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই ফিৎনার যুগে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দূর, যৌবনের আনন্দে বিভোর, লোভ-লালসার নেশার মধ্যে চোর ও নফস শয়তানের হাতে অক্ষম হয়ে গুনাহর শ্রোতের মধ্যে ভাসমান যুবকদের সংশোধন এবং চারিত্রিক প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাধ্যমে বিভিন্ন মাদানী তরবিয়্যাতি কোর্সও হয়। আপনিও সময় সুযোগে এই কোর্সে অংশগ্রহণ করুন এবং নিজের ইহকাল ও পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ানের শেষে সুন্নাহের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাহ ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাহকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।”

(মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৫৫, হাদীস: ১৭৫)

সীনা ভেরী সুন্নাহ কা মদীনা বনে আফা, জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

(১) (কানযুল উম্মাল, বিতাবুত তাওবা, আল ফসলুল আউয়াল ফি ফদলিহা ওয়াত তারগীব ফিহা, ২, ৪/৮৭, হাদীস- ১০১৮১)

(২) (কানযুল উম্মাল, হরফুল মীল, কিতাবুল মাওয়ারাজা ওয়াল হুকুম, আত তাহীবুল আহাদী মিনাল আব্বামাল ৮, ১৫/৩৩২, হাদীস- ৪৩১০১)

খাবার খাওয়ার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা “সুন্নাত ও আদব” হতে খাবার খাওয়ার সুন্নাত ও আদব শ্রবন করি। প্রথমে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ২টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অনেক রাতে পর্যায়ক্রমে উপবাস ছিলেন, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পরিবার বর্গের অনেক সময় রাতের খাবার মিলতো না এবং অধিকাংশ সময় যবের রুটি আহার করতেন। (তিরমিযী, ৪/১৬০, হাদীস: ২৩৬৭)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: আমার প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য ইরশাদ করেছেন: আমার জন্য মক্কা মুকাররমার পাহাড় সমূহকে স্বর্ণে পরিনত করে দেয়া হবে, কিন্তু আমি আরয় করলাম: হে আল্লাহ! আমার তো এটাই পছন্দ যে, একদিন খাবার খাব আর অপর দিন উপবাস থাকব। এজন্য যখন উপবাস থাকব তখন তোমার নিকট গিয়ে কান্নাকাটি করব, আর তোমাকে স্মরণ করব। আর যখন আহার করব, তখন তোমার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। (তিরমিযী, ৪/১৫৫, হাদীস: ২৩৫০)

★ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: খাবার খাওয়ার পূর্বে ক্ষুধা লাগা জরুরী, যে কেউ খাবার শুরু করার সময়ও সে ক্ষুধার্থ থাকে, আর এখনো ক্ষুধা বাকী থাকা অবস্থায় হাত গুটিয়ে নেয়, সে কখনো ডাক্তারের মুখাপেক্ষী হবে না। (ইহুইয়াউল উলুম, ২/৫) ★ পেট ভরে খাবার খাওয়া মুবাহ অর্থাৎ জায়েয। কিন্তু নিজের পেটকে হারাম ও সন্দেহযুক্ত খাবার হতে বাঁচিয়ে হালাল খাবারও ক্ষুধা থেকে কম খাওয়াতে দীন ও দুনিয়ায় অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে। ★ খাবার না পাওয়ার কারণে অপারগ হয়ে ক্ষুধার্থ থাকাটা কোন সফলতা নয়, পরিপূর্ণভাবে খাবার সংরক্ষণ থাকার ফলে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ক্ষুধা সহ্য করা এটাই বাস্তবিক পক্ষে সফলতা। ★ প্রতিদিন একবার খাবার খাওয়া সুন্নাত সুতরাং রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যখন সকালে আহার করতেন, তখন সন্ধ্যায় আহার করতেন না। আর যদি সন্ধ্যা বেলায় আহার করতেন, তাহলে সকাল বেলায় আহার করতেন না। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুশ শামায়েল, ৪র্থ অংশ, ৭/৩৯, হাদীস: ১৮১৭৩) ★ যদি দীন ও দুনিয়ার কাজে প্রতিবন্ধকতা না থাকে পিতা-মাতা ইত্যাদিও অসন্তুষ্ট না থাকে, তাহলে বেশি নফল রোযা রাখা চাই। উদর

পূর্তি করে খাওয়াতে পেট ভারী হয়ে যায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শরীর অলস হয়ে যায়, আর ইবাদতের মধ্যে মনের শান্তি নসীব হয় না। কম খাওয়ার দ্বারা পিপাসাও কম লাগে এবং পানি কম পান করার দ্বারা ঘুমও কম আসে অর্থাৎ কম ঘুমের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়ে যায় এবং মানুষের নিঃশ্বাস তাজা হয়ে যায়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ